- এই কর্মসূচির আওতায় দরিদ্র জনগণ একটি পর্যায়ে এটাই চিহ্নিত করতে পারবে যে তাদের দারিদ্র্যের মূল কারণ—তাদের অনুচ্চ কণ্ঠস্বর ও জবাবদিহির অভাব।

কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে হলে

- মৌলিক সুবিধা বা সেবা জনগণের কাছে যেন সঠিকভাবে পৌঁছায়, এজন্য সরকারকে নিয়মিতভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- সামাজিক নিরাপত্তা-বেষ্টনী কর্মসূচি চালিয়ে যেতে হবে।
- যেখানে দরিদ্র মানুষ বসবাস করে, সেসব এলাকায় মানুষ যেন মানসম্মত সেবা পেতে পারে, সেজন্য স্বাস্থ্য ও শিক্ষাবিষয়ক পেশাজীবীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- সহিংসতা শিকার, বিশেষ করে সহিংসতার শিকার নারী যেন মানসম্মত সেবা পেতে পারে, এজন্য পুলিশ, আদালত ও স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হবে।

সম্মিলিত পদক্ষেপ

সামাজিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কর্মরত সংস্থাগুলোকে নিয়ে সিওপিই কর্মসূচি এমন একটি সংঘবদ্ধ নেটওয়ার্ক গঠন করতে পারে, যারা কাজ করবে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে। সে ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের যেসব সংগঠন বিচ্ছিন্নভাবে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে কাজ করে তাদের ঝুঁকি অনেকটাই হ্রাস পাবে।

বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কীভাবে কাজ করবে

১. পয়েন্টিশন, স্বাস্থ্যসেবা, অবকাঠামো, অর্থনীতি ও কর্মব্যবস্থায় দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই কর্মসূচি 'উৎপাদন বাড়াও, দারিদ্র্য কমাও' শীর্ষক বাংলাদেশের ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১১-২০১৫) সমর্থন দেবে। এই কর্মসূচির অধীনে প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী সরকারি ব্যয়নীতি ও কর্মসূচি এবং বেসরকারি খাতের সংস্কার নিয়ে তাদের মতামত ও উদ্বেগ প্রকাশ করতে পারবে।

২. নারীদের বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যে ও বঞ্চনার কথা স্বীকার করে নিয়ে সমাজের সকল ক্ষেত্রে তাদের সমান সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়। নারীরা সুনির্দিষ্ট যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে সেগুলোকে পরিকল্পনায় সন্নিবেশিত করবে সিওপিই।

৩. নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ ও কার্যক্রম বিষয়ে কিছু বাস্তবভিত্তিক নির্দেশনা এবং পরামর্শ দিয়ে নারীর প্রতি সহিংসতাবিষয়ক সরকারের মাল্টি সেক্টরাল কার্যক্রমকে সমর্থন দেবে সিওপিই কর্মসূচি। এর মধ্যে রয়েছে সহিংসতা থেকে সুরক্ষা এবং নির্যাতিতদের প্রতি সহায়তা, মৌলিক অধিকার প্রাপ্তি এবং বিচার প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের বিস্তারিত বিশ্লেষণ।

৪. ন্যায্যতা হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের একটি মৌলিক লক্ষ্য, যা সংবিধানে উল্লেখ আছে। সারা দেশে এই ন্যায্যতাও জনকল্যাণের বিষয়টি বিভিন্ন মাত্রায় বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। বিশেষ করে, চারটি অঞ্চলে জনকল্যাণমুখী কার্যক্রমের চাহিদা সবচেয়ে বেশি, যেমন—চরাঞ্চল, হাওর, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপকূলীয় এলাকা। জলোচ্ছ্বাস ও লবণাক্ততা একটি বড় সমস্যা এসব এলাকায়।

৫. স্বাস্থ্যসেবা খাতের উন্নয়নে সহায়তা করার মাধ্যমে সরকারের অন্যান্য পরিকল্পনাতেও সিওপিই প্রভাব রাখবে। যেমন—স্বাস্থ্য খাতকে উন্নত করা (প্রধানত খাতভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা থেকে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা), শিক্ষা খাতের উন্নয়ন (খাতভিত্তিক সহায়তা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা)। এ ছাড়া জলবায়ু ও পরিবেশ, দরিদ্র মানুষকে অর্থনৈতিক সুবিধা প্রদান এবং দুর্নীতি হ্রাস করার মাধ্যমে সরকারকে সহায়তা দেবে। তাই এলাকার জনগণকে সম্পৃক্ত করে মৌলিক সেবা প্রদানের মান বাড়ানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে সিওপিই কর্মসূচি।

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন
বাড়ি ৪৭, রোড ৩৫/এ, গুলশান ২, ঢাকা ১২১২, বাংলাদেশ
ফোন : +৮৮-০২-৯৮৫০২৯১-৪, ৯৮৯৩৯১০, ফ্যাক্স : +৮৮-০২-৯৮৫০২৯৫
ওয়েব : www.manusher.org

সহযোগিতায়
UKaid
Australian AID

মানুষের জন্য
manusher jonno
promoting human rights and good governance

কাঙ্ক্ষিত আগামীর পথে

বাংলাদেশে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য সুযোগ সৃষ্টি

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, ইউকেএইড ও অসএইডের আর্থিক সহায়তায় শুরু করতে যাচ্ছে, 'বাংলাদেশে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য সুযোগ সৃষ্টি' শীর্ষক তাদের নতুন কর্মসূচি। এই কর্মসূচির আওতায় আগামী তিন বছরে (২০১৩-২০১৬) এ দেশের বেসরকারি সংস্থা অর্থাৎ এনজিওগুলো দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করবে। এই কাজের মাধ্যমে জনগণ যেন তাদের মৌলিক সুবিধাদি সহজে পেতে পারে, এ দিকটি নিশ্চিত করবে। সেই সঙ্গে সামাজিক নিরাপত্তা-বেষ্টনী, ভূমি ও সম্পত্তির ওপর দরিদ্র মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ এবং শ্রমিক ও শিশু শ্রমিকদের জন্য নিরাপদ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত হতে পারে—এই লক্ষ্যেও কাজ করবে এনজিওগুলো। দুর্বল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এই কর্মসূচির অধীনে যৌথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে সেসব প্রতিষ্ঠানকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে, যারা এতদিন দরিদ্র জনগণকে উন্নয়নের সুফল পাওয়া থেকে বঞ্চিত করেছে। সেই সঙ্গে তারা এমন একটি পরিসরে কথা বলতে পারবে, যেখানে তাদের জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তারকারী সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করা হয়।

নতুন এই কর্মসূচি বাংলাদেশের সেসব ছোট ও মধ্যম মানের এনজিওগুলো বাস্তবায়ন করবে, যারা দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করছে। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এসব এনজিওকে কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা, আর্থিক সহায়তা প্রদান, তা মূল্যায়ন, পথনির্দেশনা প্রদান ও দক্ষতা-উন্নয়নে সহায়তা দেবে। গত ১১ বছরে মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন প্রমাণ করেছে যে অন্যান্য এনজিও ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অর্থাৎ সহযোগী সংগঠনের সঙ্গে অংশীদারি ও সহযোগিতার মাধ্যমে, জনগণকে শক্তিশালী করার কর্মসূচি দক্ষতার সঙ্গে ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। অসহায় মানুষের, বিশেষ করে নারী ও শিশুর অবস্থার পরিবর্তনে, দরিদ্র মানুষের পক্ষে আইন ও নীতি প্রণয়নে এবং জাতীয় অ্যাডভোকেসি কর্মসূচির চাহিদা নিরূপণে এমজেএফ মানবাধিকার ও সুশাসন নিয়ে কর্মরত ১২২টি সহযোগী সংগঠনকে আর্থিক অনুদান ও দক্ষতা-উন্নয়ন-সহায়তা দেবে নতুন এই কর্মসূচির অধীনে।

কেন এই নতুন উদ্যোগ

স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে সাম্প্রতিক অর্জন ও উন্নয়ন ধারার পরও দেশে শতকরা ৩০ ভাগেরও বেশি মানুষ জাতীয় দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। যদিও ১৯৯০ সাল থেকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শতকরা ৫ থেকে ৬ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং মানব উন্নয়ন সূচকেও আশাব্যঞ্জক উন্নয়ন ঘটেছে; কিন্তু এ সত্ত্বেও প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষের মৌলিক চাহিদা এখনো মেটানো সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশ নারীদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক দূর এগিয়ে গেলেও, এখনো ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ নারী তাদের জীবনকালে শারীরিক অথবা যৌন সহিংসতার শিকার হয়ে থাকে।

১৬ কোটি মানুষের মধ্যে প্রতি পাঁচজনের একজন এখনো চরম দরিদ্রতার মধ্যে বাস করে। এর মধ্যে ১ কোটি ১০ লাখ মানুষ চক্রাকারে দারিদ্র্যের জালে আবদ্ধ এবং তাদের উন্নয়নের কোনো সম্ভাবনাও নেই। প্রতিবছর ৭ হাজার নারী সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যান। পাঁচ বছরের নিচে শতকরা ৬১ জন শিশুর যথার্থ বিকাশ আটকে আছে এবং শতকরা ৩৬ ভাগ শিশুর ওজন নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে কম এবং এই হার বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ।

এসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথা কখনোই নীতিনির্ধারকরা যথেষ্টভাবে উপস্থাপন করেন না। এরা সব সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ফোরাম থেকে বিচ্যুত। এই অবস্থার পরিবর্তনে অসহায় এই মানুষগুলোর সচেতনতার হার বাড়াতে হবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ফোরামে তাদের কথা পৌঁছাতে হবে এবং সেই সব মানুষের কথা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিতে হবে।

কীভাবে এই সমস্যার সমাধান হবে

'বাংলাদেশে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা' (সিওপিই) শীর্ষক এই কর্মসূচি সহযোগী সংগঠনগুলোকে এমনভাবে পরামর্শ ও প্রত্যক্ষ সহায়তা দেবে, যেন দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদের অধিকার সম্পর্কে আরো সচেতন হতে পারে, তারা যেন নিজেদের অধিকার আদায়ে দাবি জানাতে পারে, একই সঙ্গে সেবাদাতাদের তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে পারে এবং সেবাদাতাদের সেবা প্রদানের মান মূল্যায়ন করতে পারে। এর পাশাপাশি এই কর্মসূচি সুশীল সমাজের বিভিন্ন সংগঠনকে সহায়তা দিয়ে যাবে—যেন তারা আইন প্রণয়ন, জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রভাব রাখতে পারে।

কী ফলাফল প্রত্যাশা করি?

তিন বছর মেয়াদি নতুন এই কর্মসূচির প্রত্যক্ষ ফলাফল হবে প্রান্তিক ও দরিদ্র মানুষ, বিশেষ করে নারী ও শিশুদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আইনগত অধিকার দেওয়া–

প্রত্যক্ষ ফল

- সামাজিক নিরাপত্তা-বেষ্টনীর বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ইত্যাদি কর্মসূচির আওতায় ২ লাখ ১৫ হাজার পরিবারের বাড়তি ১১ লাখ মানুষ উপকৃত হবে।
- সহিংসতার শিকার ৯৫ হাজার নারী চিকিৎসা ও আইনগত সহায়তা পাবে।
- ২৩ হাজার ৫৫০ একর খাসজমি দরিদ্র ও অসহায় মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হবে।
- ১ লাখ ৫ হাজার জন শ্রমিকের বেঁচে থাকার মতো মজুরি এবং নিরাপদ কাজের পরিবেশ নিশ্চিত করা যাবে।
- ১০ হাজার ৮০০ জন বিদেশ যেতে ইচ্ছুক অভিবাসী শ্রমিক নিরাপদ অভিবাসন ও হয়রানি প্রতিরোধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে।
- ৬০০ স্বাস্থ্যসেবা, ৪০০ স্কুল এবং ৩০০ কৃষি সম্প্রসারণ অফিসের কার্যক্রম অর্থাৎ সেবাব্যবস্থার মান মূল্যায়ন করবে ৪৮ হাজার কর্মী।
- ২০ হাজার কর্মজীবী শিশু, যাদের বয়স ১৪ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম থেকে প্রত্যাহৃত হবে।

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল

- নিজেদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে দরিদ্র জনগণের মর্যাদা ও দক্ষতা অর্জিত হবে।
- পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত ও সমবেত শক্তি প্রবল হবে।
- মানসম্মত সেবা এবং নিজেদের অধিকার আদায়ে জনগণ কী ভাবছে, সে বিষয়ে নিয়মিতভাবে শক্তিশালী ও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য উপস্থাপিত হবে।